স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল যুবলীগের কেউ নয়!

আসন্ন গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে মতবিনিময় সভা করেছেন সরকার দলীয় প্রার্থী আহম্মেদ আলী। স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম যুবলীগ নেতা দাবী করলেও মতবিনিময় সভায় তা প্রকাশ্য অস্বীকার করেছেন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দ। বক্তারা জানান, আশরাফুল ইসলাম যুবলীগের কেউ নয়। বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের অন্যতম সদস্য বলে কোনো পদ নেই। এটা আশরাফুল ইসলাম এর সৃস্ট একটি পদ।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক জানান, সম্প্রতি স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম যুবলীগ নেতা দাবী করে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। অথচ তার কোন পদ নেই। নির্বাচনে দলীয় ফায়দা লুটতেই তিনি এসব অপপ্রচার চালাচ্ছেন।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম বাবু বলেন, নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য দল ও এর অঙ্গ সংগঠন সমূহু যখন এক কাতারে তখন ভুই ফোড় নেতা পরিচয় দিয়ে একজন নির্বাচনী ফায়দা লুটবে তা হতে দেয়া সম্ভব নয়।

গাংনী উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশারফ হোসেন জানান, আশরাফুল ইসলাম স্বঘোষিত নেতা হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় পরিচয় দিচ্ছেন। বেশ কয়েকবার তার কাছে প্রয়োজনীয় কাগজ চাওয়া হলেও তিনি দিতে পারেননি। সম্প্রতি তিনি নিজের লোক দিয়ে প্রচার মাইক ভাঙচুর করে আওয়ামী লীগের উপর দোষ চাপাচ্ছেন। যাতে প্রশাসনের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরে যায়।
সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কেএম শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনী প্রচারে বিএনপি প্রার্থী কোন অভিযোগ করছেন না। কোথাও বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন নি।

গাংনী পৌর এলাকা জুড়ে বিভিন্ন প্রার্থীর প্রচারণা লিফলেট ও পোস্টার ছেয়ে গেছে। কারো পোস্টারের একটি কোনাও ছেড়া নেই। অথচ আশরাফুল ইসলাম অভিযোগ করছেন হুমকী ধামকী দেয়ার। এটা মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই না। তিনি আরো বলেন, আশরাফুল ইসলাম যদি দলের কেউ হবে তাহলে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হন কিভাবে? আসলে তিনি দলের কেউ নন।

সাবেক এমপি মকবুল হোসেন জানান, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার জন্য সরকার যে নির্দেশনা দিয়েছেন সে অনুযায়ি দলের লোকজন কাজ করে যাচ্ছেন। কোন অপপ্রচার নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারবেন না। এবিষয়ে স্বতন্ত্রপ্রার্থী আশরাফুল ইসলামের সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি তার বাসায় যেতে বলেন। পরে কয়েকজন সাংবাদিক সেখানে গেলে অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ রেখে দেন। পরে তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী ছাড়াও গাংনী প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে আগামী ১৬ জানুয়ারী ২০২১ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাংনী পৌরসভা নির্বাচন। এ নির্বাচনকে ঘিরে গাংনীতে চলছে মেয়র ও কাউন্সিলরদের প্রচার প্রচারণা। এই প্রথম গাংনীতে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হবে। ইলেক্ট্রনিক ভোটার মেশিন (ইভিএম) এ ভোট প্রদানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন নির্বাচন অফিস।

স্বতন্ত্র প্রার্থী মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

আসন্ন গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মেয়র আশরাফুল ইসলাম। সোমবার বেলা ১১ টার দিকে তার নিজস্ব বাসভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আসন্ন নির্বাচনে প্রচারণায় বাঁধার সম্মুখীন ও কর্মীদের হুমকী ধামকী দেয়া হচ্ছে বলে দাবী করেন। সেই সাথে তুলে ধরেন বিগত দিনের উন্নয়ন।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলীর (নৌকা প্রতীক) সমর্থকরা আমার কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন।

গাংনীতে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করলেন এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যান

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। তবে উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে এ ধরণের আচরণবিধি লঙ্ঘন করলেও স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন এবং নির্বাচনী দায়িত্বে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট কোন ব্যবস্থা নেননি।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরের উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিয়ে এ আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, ঘরোয়া পরিবেশে নেতৃবৃন্দদের নিয়ে মতবিনিমিয় করা হয়েছে। কোন মাইক টাইক ছিলনা। আচরণবিধি যাতে লঙ্ঘন না হয় সেকারণেই ঘরোয়া পরিবেশে এটা করা হয়েছে।

মেহেরপুর-২ আসনের (গাংনী) সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, দলের সভাপতি হিসেবে নির্বাচনী ভাবনায় না, কর্মীসভা হিসেবে সেখানে গিয়েছি।

এ উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, বিষয়টি রির্টানিং অফিসার জানেন। তাছাড়া আমরাও নিষেধ করেছি এধরণের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা না করার জন্য।

গাংনী পৌরসভার নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আহম্মেদ আলী জানান, জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনী কোন কাজে অংশ নিতে পারেন না। বিষয়টি জানার পর এ বিদায়িতপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলা হয়েছে, তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

গাংনী উপজেলা ভুমি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নুর ই আলম সিদ্দিকী জানান, এ বিষয়ে নির্দেশনা পেয়েছি পুলিশ ডাকা হয়েছে।

পুলিশ আসলে অভিযান চালানো হবে। তবে মতবিনিময়সভা যথানিয়মে শেষ হলেও প্রশাসনিক ভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

গাংনী আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদের আলীর সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজামান খোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, জেলা আ.লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক, গাংনী উপজেলা আ.লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা কৃষক লীগ সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ,

সহ সভাপতি নবীর উদ্দীন, যুগ্ম সম্পাদক মজিরুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, পৌর কৃষক লীগ সভাপতি বদরুল আলম, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক ইসমাইল হোসেন ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান সিপু, উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু ও সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল প্রমুখ।

গাংনী পৌরসভা নির্বাচন: ত্রিমুখী লড়াই

এম এফ রুপক
কে হবে গাংনী পৌরবাসীর অভিভাবক, কে ধরবে গাংনী পৌরসভার হাল, কে হবে গাংনীর নতুন মেয়র। নৌকার মাঝি সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারবে, নাকি পুনরায় সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম দ্বিতীয় মেয়াদের মেয়র হবে, নাকি বিএনপি মনোনীত আসাদুজ্জামান বাবলু হবেন নতুন মেয়র। এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে গাংনী পৌরবাসীর মধ্যে। সবকিছু ঠিক থাকলে এমন নানা জল্পনা কল্পনার অবসান হবে আগামী ১৬ জানুয়ারী। দিন যত ঘনিয়ে আসছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণাও বেশ তুঙ্গে উঠেছে। ঢাক-ডোল পিটিয়ে

প্রতিদিনই জানান দিচ্ছেন তাদের প্রার্থীতা। যাচ্ছেন ভোটারদের কাছে, চাচ্ছেন ভোট।

দ্বিতীয় ধাপে পৌর নির্বাচনের মধ্যে আগামী ১৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গাংনী পৌরসভা নির্বাচন। ইতোমধ্যে মনোনয়ন যাচাই বাছাই শেষ হয়েছে।

আগামী ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহরের শেষ দিন ও ৩০ ডিসেম্বর প্রতিক বরাদ্দ দেওয়া হবে। পৌর নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত ৫ জন মেয়র প্রার্থী। আওয়ামী লীগ থেকে আহাম্মেদ আলী, বিএনপি থেকে আসাদুজ্জামান বাবলু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে আবু হুরাইরা, সতন্ত্র আশরাফুল ইসলাম ও তার ছোট ভাই আনারুল ইসলাম। তবে সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ নিয়ে জটিলতার অবসান হওয়ায় তার ছোট ভাই আনারুল ইসলাম মনোনয়ন প্রত্যহার করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় গাংনী পৌর নির্বাচনে ৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়াও ৯ টি ওয়ার্ডে ১০ সংরক্ষিত মহিলাসহ ৫০ জন প্রার্থী কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করছেন।

তবে গাংনী পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ভোটারদের মতামত অনুযায়ী জানা গেছে, সাবেক মেয়র নৌকার মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলী ও সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম এর মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে হাড্ডাহাড্ডি।

একদিকে যেমন ক্ষমতা পুররুদ্ধারে মরিয়া হয়ে উঠেছে নৌকার প্রার্থী আহম্মেদ আলী অপর দিকে ক্ষমতা ধরে রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টায় সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম।

অন্যদিকে বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু’র নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা বেশ চোখে পড়ার মতো। সভা-সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখছে নিয়মিত। নতুন মেয়র হওয়াতে বাবলুকেও সম্ভাবনাময় প্রার্থী হিসেবে দেখছেন গাংনী পৌরবাসী।

২০১৫ সালে গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আহম্মেদ আলী পরাজিত হয় সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম এর কাছে। ২০১৫ যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে সকলকে একসাথে নিয়ে নৌকার বিজয় ছিনিয়ে আনবে। এমনটায় আশা করছেন আহম্মেদ আলী।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আওয়ামী লীগ-বিএনপিতে একজন করে বিদ্রোহী , মোট মেয়র প্রার্থী ৮জন

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিনে মেয়র পদে ৮ জন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ১৩ জন এবং সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৬৬ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন বলে জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসার ও পৌর নির্বাচনের রিটার্ণিং অফিসার তারেক আহমেদ। গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৫ টায় মনোনয়ন জমাদান শেষ হয়।

মেয়র পদে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির একজন করে বিদ্রোহী প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে জেলা নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। মেয়র পদের প্রার্থীরা হলেন, আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী জাহাঙ্গীর আলম মালিক, বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য (আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী) শরীফ হোসেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মজিবুল হক মালিক (বিএনপি বিদ্রোহী), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের তুষার ইমরান, তানভীর আহমেদ মাসরেকী (স্বতন্ত্র), ফারুক উদ্দিন আহমেদ (স্বতন্ত্র), মনিবুল হাসান (স্বতন্ত্র)।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় মেয়র প্রার্থী টোটনের মতবিনিময়সভা

আসন্ন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মেয়র প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন জেলা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়সভা করেছেন।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় জেলা আওয়ামীলীগের নতুন কার্যালয়ে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগ মতবিনিময়সভার আয়োজন করে।